২২/৩/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ................
পৃষ্ঠা ৩ ....... কলাম ..........

# ঢাকা কলেজে ভর্তিতে ছাত্রলীগ নেতারা আদায় করছে বিপুল অর্থ ❑ ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানী তথা সারাদেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ– ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে এ বছর ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির আয়োজন চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপেক্ষমাণ তালিকার নামে জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রলীগ নেতারা এবার ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা ভর্তি ক্ষেত্রে ছাত্রনেতাদের জন্য মোট ৩শ' আসন বরাদ্দ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য অবৈধভাবে এতো বিপুল আসন দিতে রাজি না হওয়ায় গতকালও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ঢাকা কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। তারা প্রিন্সিপালের কক্ষ গতকাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং ছাত্রলীগ নেতাদের অনুমোদন ছাড়া কাউকে ভর্তি না করার জন্য হুমকি দিয়েছে। ছাত্রনেতাদের কোটা বরাদ্দ ছাড়া বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করার উদ্দেশে সুকৌশলে ১২ দফা দাবীও উত্থাপন করা হয়েছে। কলেজের একটি প্রভাবশালী মহল এর পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মহলটির যোগসাজশে ঐ ছাত্রলীগ নেতারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেয়ার নামে একশ্রেণীর ছাত্রদের কাছ থেকে বিপুল অংকের অর্থ আদায় করেছে। কিন্তু তাদের তালিকা মতো সকল ছাত্রের ভর্তি সম্ভব না হওয়ায় তারা এখন কলেজ ভাঙচুরের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে। এর ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষও বর্তমানে কিছুটা নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গতকাল মোট শূন্য আসনের ৪/৫ গুণ অতিরিক্ত ছাত্রের একটি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তালিকার মেধাক্রম অনুসরণ না করে 'আগে আসলে আগে ভর্তি' করা হবে বলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মাত্র ৩ দিনে এই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) এই ভর্তির শেষ দিন। ভর্তির ক্ষেত্রে বোর্ড নির্দেশিত নীতিমালা মানা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা কলেজে বর্তমানে বিজ্ঞানে প্রায় ৮০টি, বাণিজ্যে ১শ'টি এবং মানবিকে ১৫/১৬টি আসন খালি রয়েছে। কিন্তু এই খালি আসনের বিপরীতে যে পরিমাণ অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করার কথা, তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশী ছাত্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে নীচের দিকের কম মেধা সম্পন্ন চিহ্নিত ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ছাত্রলীগ এতেও সন্তুষ্ট নয়। তারা অপেক্ষমাণ তালিকার বাইরে এবং আরো অধিক আসনে ছাত্র ভর্তির সুযোগ দেবার জন্য দাবী জানিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আগের মতো মোট আসন বাড়িয়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। শূন্য আসনে ভর্তির জন্য আগ্রহী ছাত্রদের কাছ থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের মাধ্যমে বিজ্ঞান শাখার জন্য জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা, বাণিজ্য শাখার জন্য ৩৫ হাজার টাকা এবং মানবিক শাখার জন্য ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গে...
কর্তৃপক্ষ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ছাত্র ভ...
টালবাহনা করে।